সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মুর্শেদ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ড উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে হরিণাকুণ্ডুস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলার হাইস্কুল-কলেজসহ সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: বাবুল হোসেনের সভাপতিত্বে শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহা: আবু বকর, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী মাও. তাজুল ইসলাম, জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আলফাজ উদ্দীন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন, জোড়াদহ কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের নেতা হাসান হাফিজুর রহমান, সহকারী দেলোয়ার হোসেন, শিশু কলি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুল আওয়াল, দখলপুর আলিয়া মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষিকা মোমেনা খাতুন, সাবেক প্রধান শিক্ষক মসলেম উদ্দিন, মওলা বক্স, ওসমান গনী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শিক্ষক মো ইদ্রিস আলী ও মাহবুব মুর্শেদ শাহীন।

সমাবেশে উপজেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। অধ্যক্ষ মাও. আসাদুজ্জামান কে সভাপতি এবং সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন কে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে উপজেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন আমরা দীর্ঘদিন অনেক কষ্ট করেছি, বাড়িছাড়া হয়েছি, জেল, জুলুমের শিকার হয়েছি, এখন সময় এসেছে, সকলেই আদর্শবান হয়ে ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হবে। আর এই ভূমিকার অগ্রভাগে থাকবে এদশের আদর্শ শিক্ষক সমাজ।

ঝিনাইদহে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

‘টেকসই উন্নয়নে পর্যটন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকালে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, ঝিনাইদহ রিপোটার্স ইউনিটিরি সভাপতি এম এ কবিরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহ শুধু কৃষি ও শিল্পের জন্য নয়, সংস্কৃতি ও পর্যটনের জন্যও সমৃদ্ধ জেলা। এখানে রয়েছে বারো আউলিয়ার মাজার, কেপি বসুর বাড়ি, গাজী কালুচম্পাবতির মাজার, কোটচাঁদপুরের রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, কালী নদী, লালন শাহের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এবং নানা লোকজ সংস্কৃতি। এসবকে সংরক্ষণ ও আধুনিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে ঝিনাইদহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হতে পারে।

তারা আরও বলেন, টেকসই পর্যটন শুধু অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে না, বরং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষাতেও সহায়ক হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ ও তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।

ঝিনাইদহে খালের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি গ্রামের খালের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে দোগাছি গ্রামের খালে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা হলো- ওই গ্রামের রিপন মন্ডলের ৫ বছর বয়সী ছেলে লামিম হোসেন ও তার মামাতো ভাই পার্শবর্তী আড়ুয়াকান্দি গ্রামের উজ্জল বিশ্বাসের ৭ বছর বয়সী ছেলে আপন হোসেন।
স্থানীয়রা জানায়, সকালে লামিম তার মামাতো ভাই আপনকে সাথে নিয়ে গ্রামের খালে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরার এক পর্যায়ে শিশু দুটি পানিতে পড়ে যায়। খালের স্রোতের পানিতে ভেসে গেলে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে।
ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝে দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহের ৪টি আসনে মনোনয়ন যুদ্ধে আছেন যারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ চুড়ান্ত না হলেও অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

সেই সময়কে সামনে নিয়েই ঝিনাইদহের ৪টি আসনের বিএনপি, জামায়াতসহ অন্যান্য দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ ও উঠান বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন। জামায়াতসহ কিছু রাজনৈতিক দলের প্রার্থী চুড়ান্ত হলেও বিএনপিতে রয়েছে বিভেদ, সেই বিভেদকে মাথায় নিয়েই মনোনয়ন প্রত্যাশীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখছেন, পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যাশীরা দলীয় মনোনয়ন পেতে নিজ নিজ

দলের হাইকমান্ডে জোর যোগাযোগ রাখছেন। ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভেতরে ভেতরে ভোটের মাঠ গোছাতে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি জনমত গঠন ও সমর্থন বাড়াতে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রচারণা কমিটি করে নানা কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন।
সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যান্য জাতীয় দিবস সামনে এলেই বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভোট চাইতে ঢাকা থেকে গ্রামে ছুটে আসছেন। অনেকে এলাকায় ব্যানার ফেস্টুন টাঙিয়ে প্রচার করে চলেছেন। থেমে নেই অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারণাও।

এদিকে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহের চারটি আসনের মধ্যে হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এখনো সামনে আনতে পারেনি। জেলার ছয়টি উপজেলায় এনসিপির দলীয় কর্মসূচিও তেমন একটা দেখা যায় না।

ছয়টি উপজেলা ও ছয়টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। আসনগুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর আংশিক
– হরিণাকুন্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর – মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদরের আংশিক)।

জানুয়ারি ২০২৪ সালে প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ এক হাজার ৩৮০ জন। সর্বশেষ এই ভোটার তালিকা অনুযায়ি এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ-১ আসনে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ছয় হাজার ৩৩৬ জন। এ আসনে নারী ভোটার এক লাখ ৫২ হাজার ৭৫৯ ও পুরুষ ভোটার এক লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৭ জন।

ঝিনাইদহ-২ আসনে মোট ভোটার চার লাখ ৭৬ হাজার ৩০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ দুই লাখ ৩৭ হাজার ৫৩৩ জন ও নারী ভোটার দুই লাখ ৩৮ হাজার ৭৬২ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন পাঁচজন।

এছাড়া ঝিনাইদহ-৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ তিন হাজার ২২৪। এর মধ্যে নারী এক লাখ ৯৯ হাজার ২৭৭ ও পুরুষ ভোটার দুই লাখ ৩ হাজার ৯৪৪ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন তিনজন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে মোট ভোটার তিন লাখ ১৫ হাজার ৫২০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার এক লাখ ৫৬ হাজার ও পুরুষ ভোটার এক লাখ ৫৯ হাজার ৬১৬

জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন চারজন।

তবে এবছরের জানুয়ারিতে শেষ হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী জেলার চারটি আসনেই ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। ভোটের মাঠে সম্ভাব্য প্রার্থী যারা

ঝিনাইদহ-১: এ আসনে বিএনপির একাধিক হাই প্রোফাইল সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। তারমধ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে জোর তৎপরতা চালিয়ে জাচ্ছেন, তাকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে বলে উপজেলায় তার অনুসারি নেতা কর্মীরা বেশ গুঞ্জন ছড়াচ্ছেন। তিনিও নিয়মিত শৈলকূপার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়ে চলেছেন। উপজেলা জুড়ে তার অনুসারি বিশ্বস্ত কর্মী সমর্থকও রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। দলেও রয়েছে তার ক্লিন ইমেজ। ভোটের মাঠে সেই ইমেজকে বেছে নিতে পারেন সাধারণ ভোটাররা।

একই আসনে বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশী। তিনি এরই মধ্যে দলীয় কর্মসূচিগুলোতে মাঠঘাট দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজস্ব দলীয় কর্মী বাহিনীসহ নিজের স্বচ্ছ ইমেজকে কাজে লাগিয়ে ভোটের মাঠে এগিয়ে যেতে চান তিনি। সাধারণ ভোটারদের কাছেও বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডুর বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। দলীয় হাই কমান্ডেও রয়েছে তার শক্ত অবস্থান। এছাড়াও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবসহ আরও দু একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছে বিএনপিতে তবে ধারণা করা হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল, মো: আসাদুজ্জামান এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুণ্ডুর মধ্যেই যে কেউ পেতে পারেণ আসনটি।

এছাড়া এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছেন শৈলকূপা উপজেলা জামায়াতের আমির এএসএম মতিউর রহমান। নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো চুড়ান্ত না হলেও জামায়াতের এ নেতাকে সম্ভব্য প্রার্থী ঘোষণা করায় তিনি সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তবে দলটির উপজেলা সভাপতি এ আসন থেকে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন বলে জোর গুঞ্জন রয়েছে। তবে আসনটিতে বিএনপির প্রভাব বেশি থাকায় তাদের জয়ের পাল্লা ভারি বলে জানা গেছে। এছাড়া

গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি থেকে ঝিনাইদহ-১ আসনে তেমন কোনো জোরাল প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে না।
ঝিনাইদহ-২: এই আসনটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন। জেলা সদরে এই আসনটি হওয়ায়, সব দলই এ আসনটিকে নিজেদের

ডেরায় রাখতে চায়। এ আসনে বিগত দিনে বিএনপির এক চেটিয়া আধিপত্য ছিল। তবে বিগত ১৬ বছরে বিতর্কিত একাধিক নির্বাচনে ভোট দিতে না পেরে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন বিএনপির তৃণমূল সমর্থকরা। এবার তারা ভোটের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভোটাররা বলছেন, তারা এবার নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। এ আসনে বিএনপির একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদ শক্ত অবস্থানে রয়েছে, তার মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করেণ। এছাড়া মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে বারবার নির্বাচিত সাবেক এমপি মসিউর রহমানের বড় ছেলে কেন্দ্রীয় ড্যাবের নির্বাহী সদস্য ডা.ইব্রাহিম রহমান বাবু। এছাড়া ঝিনাইদহ-২ আসনে ভোটের মাঠে জোরেশোরে নেমেছেন গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, তিনি মাঝে মাঝে এলাকায় গণসংযোগ পথসভার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করছেন। বিএনপি কিম্বা অন্য কোন দলের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নির্বাচনী জোট হলে এ আসন থেকে রাশেদ খান কে মনোনয়ন দেওয়ার গুঞ্জুন শুনছেন অনেক স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশ্লেষকগণ, তবে বিএনপি ছাড়দিলে এই আসন রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়বে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকরকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি দলের একক প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। দলীয় কর্মসূচি ও সামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীরা। জামায়াতের শক্ত অবস্থান রয়েছে হরিণাকুন্ডু ও সদরের পশ্চিমাঞ্চলে। সে ক্ষেত্রে বিএনপিতে বিভাজন দেখাদিলে বা দলে বিদ্রহী কোন প্রার্থী থাকলে জামায়াত এ আসনটি দখলে নিয়ে নিতে পারে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা।

অপরদিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যদি জোটগত নির্বাচন না করে তাহলে তাদের দলীয় প্রার্থী হিসেবে আগামী নির্বাচনে দলটির জেলা সভাপতি এইচএম মোমতাজুল করীম লড়তে পারেন এ আসন থেকে। এছাড়া বাম

জোটের প্রার্থী হিসেবে বাসদে’র এ্যাড. আসাদুজ্জামান আছাদ এই আসনে থেকে নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে বিএনপি ও জামায়াতের মাঝেই থাকবে ভোটের মূল লড়াই।

ঝিনাইদহ-৩: জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সমর্থক সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় নির্বাচনেও একচেটিয়া অবস্থান ধরে রেখেছে জামায়াত। তবে আওয়ামী লীগের বিতর্কিত নির্বাচনগুলোতে বদলে যায় এ আসনের ভোটের চিত্র।

সর্বশেষ ২৪ এর ৭ জানুয়ারি নির্বাচনেও কারচুপি করার পরও এ আসনে সর্বসাকুল্যে ভোট পোল হয়েছিল ৩০% এর মতো। এ আসনে জামায়াতে ইসলামী একক প্রার্থী ঘোষণা করেছে আগেই। অধ্যক্ষ মতিয়ার রহমান এ আসন থেকে লড়বেন। ইসলামী বক্তা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ায় মতিয়ার রহমানের বাড়তি ইমেজ রয়েছে। এছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে আগেভাগেই প্রচার-প্রচারণা উঠান বৈঠক, ফেস্টুন ব্যানার লাগিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পৌছে দিচ্ছেন জামায়াতের এ প্রার্থী।

গুরুত্বপূর্ণ এ আসনে বিএনপির একাধিক হাই প্রোফাইলের প্রার্থী রয়েছেন। দলীয় মনোনয়ন পেতে বিএনপির একাধিক নেতা কেন্দ্রে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। এ আসন থেকে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস কাজল, ঝিনাইদহ- ৩ আসনের সাবেক জনপ্রিয় এমপি প্রয়াত শহিদুল ইসলাম মাস্টারের সন্তান মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদি হাসান রনি ও সাবেক জাসাস নেতা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনির খান এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন চাইতে পারেন। তবে মনোনয়ন যেই পান না কেন, লড়াই হবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর সঙ্গে। বিএনপি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে লড়াইটা সমানে সমান হবে। অন্যথায় জামায়াতের পাল্লাই ভারি হবে।
এ ছাড়া ঝিনাইদহ-৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ এবং বাসদ তাদের একক প্রার্থী দিতে পারেন বলেও শুনা যাচ্ছে।

ঝিনাইদহ-৪: জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এ আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচি পালনেও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ভোটের মাঠের হিসাব নিকাশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি তাদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। বিএনপির তৃণমূলে তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক নেতা হওয়ায় তার রয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা। এছাড়া এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেশোরে, স্থানীয় ভাবে তার রয়েছে নিজস্ব কর্মী সমর্থক ও জনপ্রিয়তা, বহু হামলা মামলার শিকার হওয়া মানুষের ডাকে সাড়াদিয়ে যেকোন সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন এই নেতা। এছাড়া সাবেক এমপি শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী মুর্শেদা জামান এই আসন থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। এদিকে এই আসন থেকে একক প্রার্থী ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলাম। উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবু তালেব এ আসন থেকে লড়বেন। তিনি প্রতিনিয়তই নেতা- কর্মীদের সাথে নিয়ে গণসংযোগ চালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে জানিয়েছে। এছাড়া এ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তাদের একক প্রার্থী ঘোষণা করেছে উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের উপজেলা সভাপতি মুফতী আব্দুল জলিল।

এ আসনে ভোটের মাঠে লড়বেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন। ক্লিন ইমেজের তরুণ রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজ নির্বাচনী এলাকা ছাড়াও ঝিনাইদহ শহরে তিনি বেশ পরিচিত জনপ্রিয় মুখ। বিশেষ করে জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ায় তিনি তরুণ প্রজন্মের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছেন।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য করছেন তার মধ্যে কিছু সংখ্যক ভোটারের কাছে প্রশ্ন করলে তারা জানান, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করবে বলে তাদের বিশ্বাস। ভোটাররা আগামী নির্বাচনে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে ক্লিন ইমেজের সৎ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। ভোটাররা পেশীশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাব বিস্তারকারীদের ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিতে চান।

নির্বাচনে অংশ গ্রহন এবং প্রস্তুতি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা জাময়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহা.আবু বকর বলেন, আমাদের ঘোষিত ৫দফা দাবি মানলেই আমরা যেকোন সময় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন, জুলাই-আগস্ট গণহত্যার দৃশ্যমান বিচার, জাতীয় পার্টিসহ ১৪দল নিবন্ধন

বাতিল, জুলাইসনদ বাস্তবায়ন করলে আমরা নির্বাচনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত িআছ। আর ঝিনাইদহের নির্বাচন সম্পর্কে বলেন আমরা যেখানেই যাচ্ছি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি আশাকরি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের সংখ্যা গরিষ্ট আসনে আমরা জয়লাভ করব।

নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মনোনয়ন প্রত্যাশী অ্যাড. এম.এ মজিদ বলেন আমরা এই নির্বাচনকে বাংলাদেশের ভবিষ্যত গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, সন্ত্রাসমুক্ত, মাদকমুক্ত, ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএনপিকে বিজয়ী করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি ইউনিয়নে আলাদা কমিটি করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছি আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি বলেন, বিগত দিনে ঝিনাইদহ-২সহ ঝিনাইদহের প্রতিটি আসন থেকে আমরা বার বার জয়লাভ করেছি। এই নির্বাচনেও ইনশাল্লাহ আমরা প্রতিটি আসন থেকে জয়লাভ করব।

তরুন, যুবসমাজ ও মহিলা ভোটাররা এবার নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবেন, কারণ এর আগে তারা সঠিক ভাবে ভোট দিতে পারেনি। সবার মধ্যেই ভোট দেওয়ার আকাঙ্খা কাজ করছে, তবে তারা সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেবেন বলে জানান। যায়হোক ব্যালটের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চাই সবাই।

কোটচাঁদপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কোটচাঁদপুর বাজারের পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে

ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশের শূরা সদস্য, বিভিন্ন ভাষার গবেষক এবং ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী প্রফেসর মতিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি শাহাবুদ্দিন খান, পৌর আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, পৌর সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ। এছাড়া সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমীর মাস্টার আজিজুর রহমান, মাস্টার মশিয়ার রহমান, মাস্টার রেজাউল ইসলাম, সাফদারপুর ইউনিয়ন আমীর মাওলানা নুরুন্নবী, দোড়া ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, কুশনা ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আতিকুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়ন আমীর ও সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আলম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন আমীর জাহিদুল ইসলাম আওয়াল সহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর মতিয়ার রহমান বলেন, জামায়াতের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া দেশে শান্তি ফিরবে না। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় এ দাবি জনগণের দাবি।” তিনি জামায়াতের ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন।

সমাবেশ শেষে প্রফেসর মতিয়ার রহমান নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পিআরসহ ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা তাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহমদ, শহর শাখা জামায়াতের আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব নয় উল্লেখ করে বক্তারা জুলাই সদন বাস্তবায়ন করে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবী তুলে ধরেন। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে অস্বচ্ছল মানুষদের বস্ত্র ও অর্থ সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহে অস্বচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় স্থানীয় গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে হয়েছে।

গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্ত’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, শহর সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দীন, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সমাজ সেবা অফিসার (রে:জি) হাসানুজ্জামান, জার্নালিস্ট ময়না খাতুন, শুশিল সমাজের প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, মো: সাবু, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়কারী উজ্জ্বল কুমার

চাকী, অফিস সেক্রেটারী নুসরাত জাহান মেঘলা, এপিও আনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের সহ অতিথিগণ উপকারভোগীদের মাঝে ৫০টি শাড়ি ও ৫০ টি লুংগি এবং ১০ জন অস্বচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন।

ঝিনাইদহে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের কৃষ্ণনগর পাড়ার ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’ সন্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মানবাধিকার নেটওয়ার্কের সহসভাপতি এন এম শাহজালালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো.টিপু সুলতান, কনসালটেন্ট সৈয়দ রোকন উদ্দীন, ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঝিনাইদহ বিসিকের উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা রহমান, পরিবার পরিকল্পনার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুন, কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক জাফর উদ্দীন রাজুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সভায় বিগত তিন মাসের জেলার অপরাধের পরিসংখ্যান চিত্র তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করে ৬টি উপজেলার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার অপরাধের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ জেলার মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং তা উত্তরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষায় নিজেদের সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ক জনসেচতনামুলক সভা

ঝিনাইদহে মাটি, পানি, বায়ু, শব্দদুষণ, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ক জনসেচতনা মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো: মুন্তাছির রহমাননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস’র আনন্দ কুমার শীল, হোটেল মালিক সমিতির সহ-সভাপতি সাদিকুর রহমান, সধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গির হোসেন, ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর ইকবাল, জামান জুট মিলসের প্রতিনিধি আব্দুল বাশের পলাশ, মেসার্স ফিউচার ভিশনের মনোয়ার হোসেন সারফ এগ্রো ইন্ডাট্রিজ’র লিগ্যাল এ্যাডভাইজার এম মনিরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শব্দদূষণ ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। একই সঙ্গে বনজ, ভেষজ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তারা আরও উল্লেখ করেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে।

সভায় পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়।

কোটচাঁদপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ পরিবারের ৬ সদস্যের জেল-জরিমানা

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল আযম চঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আওয়ামী লীগের দোসর কোটচাঁদপুর বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন আদালত।

নজরুল ইসলাম নজু কোটচাঁদপুর থানার হাড়ভাঙা বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত লালচাঁদ মিয়ার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক আবজাল হোসেন এ রায় প্রদান করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম নজুর নির্দেশে আসামিরা ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ একই গ্রামের বাবলু রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানা মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভুক্তভোগী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে বিচারক নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।

বাদী বাবলু রহমান জানান, “এক সময়ের সন্ত্রাসী ও নানা অপকর্মের হোতা নজুর দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। তার ভয়ে কেউ কথা বলতে পারত না। নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেও আমি মামলা চালিয়ে গেছি। তবে এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই, উকিলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেব।”

বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট আশরাফুল আলম মালিতা বলেন, “আসামিরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় আদালত শাস্তি কম দিয়েছেন। তবে এ রায়ে প্রমাণিত হলো অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক, আইনের ঊর্ধ্বে নয়।”

অন্যান্য আসামিরা হলেন ইয়ারুল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, সাদ্দাম হোসেন, কল্পনা খাতুন ও পাখি খাতুন।